Bhabani Nath's 'Ramayana':An Experimental Analysis of An Uncomposed Manuscript

ভবানীনাথের রামায়ণ : অগ্রন্থিত পুথির সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ

Rajiv Chandra Paul

Dept.of Bengali, Tripura University, Tripura, India

Abstract

"Realizing the urgent necessity of preserving old manuscripts of Sanskrit and vernacular literature from destruction and disappearance from India, Viswa-Bharati has undertaken to collect, edit and utilize them for public benefit… it is needless to say that any old manuscripts sent to us that have a literary or historical importance, will be gratefully received by our institution and preserved in Viswa-Bharati." (RabindraNath Tagore, 'Letter to editor in quest of rate manuscripts', 2nd February, 1923 A.D) Tagore's this comment is an undisputed truth in the ancient hand written manuscripts of late, Bhabaninath's manuscripts 'RAMAYANA' of Bengali Ramayana enriched the history of Bengali literature. The study of manuscriptology in the middle period is very colorful. In Sanskrit literature, Balmiki is well established while the study of Ramayana is concerned where Krittibasa is famous in Bengali literature studding Ramayana. Of course, it is true that Bhabaninath's entertaining creative talent took him to a famous position.Bhabaninath's 'RAMAYANA' is an in-depth analysis of an unread manuscript. The ancient manuscripts bear the identity of national unity. In respect of 17th centaury social life the significant of Bhabaninath's 'RAMAYANA' on Ramayana is undeniable. This translation of Ramayana in the middle period is a modern edition consequently; Bhabaninath became the founder of the new edition of Ramayana. After Krittibas, he is well establishment as the second famous poet. The Ramayana Manuscript of 'RAMAYANA' by Bhabaninath's favourite in the Bengali literature. The present study is automatic consequential approaches of analystic perspective of explain the issue in a more comprehensive way.

Key words: Bhabani Nath, Ramayana, Uncomposed Manuscript

Article

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার সময়কালে যখন সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল তখন থেকেই পুরাণ কাহিনির প্রতি মানুষের আকর্ষণবোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। রামায়ণ কাহিনির ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। যুগান্তরকাল থেকে কবিকুলতিলক বাল্মীকির রামায়ণ কাহিনির জনপ্রিয়তা আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও কোনো অংশে হ্রাস পায়নি। বলাবাহুল্য যে, যুগান্তর অতিক্রম করে রামায়ণ কাহিনি এখনো জনসমাজচিত্তে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আর ভবানীনাথের 'রামায়ণ' এর ক্ষেত্রেও রামায়ণ কাহিনির জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন।

রামায়ণ সবন্ধে আলোচনা করতে গেলেই বঙ্গের কবি কৃত্তিবাসের নামোল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এককথায় রামায়ণ মানেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ এই ভাবনাই জনসমাজে সত্য। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরেই রামায়ণ রচিয়তা ভবানীনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবি এতদিন ধরে লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেলেন। কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তা বাঙালি-অবাঙালি নির্বিশেষে সকলের কাছেই সমতুল্য। কিন্তু ভবানীনাথ কৃত্তিবাসের তুলনায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে খুব বেশি দুবর্ল ছিলেন না। ভবানীনাথের নামে প্রাপ্ত হস্তলিখিত খণ্ডিত পুথির বিশালতা ও ব্যাপ্তি ভবনীনাথের জনপ্রিয়তার পরিচয়ের প্রমাণবাহী।

অনুবাদমূলক বাংলা রামায়ণের সর্বাদিক পুথি কৃত্তিবাসের নামেই পাওয়া যায়। আর কৃত্তিবাসের পরেই দ্বিতীয় জনপ্রিয় কবি ভবনীনাথের পুথি সংখ্যায় বেশি। তাঁর কাব্য গোটা বঙ্গদেশ জুড়ে জনপ্রিয় ছিল। শুধু উত্তরবঙ্গ বা ত্রিপুরা অঞ্চলেই নয়, মালদহ এমনকি সুদূর শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকেও ভবানীনাথের 'রামায়ণ' এর পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' প্রথম পর্যায়, (পৃষ্ঠা-২৮৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনমুদ্রণ-২০০৯ খ্রি.) গ্রন্থে ভবানীনাথ সম্বন্ধে উক্ত কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন:

"ভবানীদাস বিরচিত 'লক্ষ্মণদিগ্বিজয়' 'শত্রুঘ্নদিগ্বিজয়', 'রামের স্বর্গারোহন' ইত্যাদি বিভিন্ন পালাকাব্যের একাধিক পুথি পাওয়া গেছে।... ভবানীদাসের ভণিতাযুক্ত কাব্যের পুথি মালদহ, এমনকি সুদূর শ্রীহট্ট অঞ্চল থেকেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকেই কবির জনপ্রিয়তার নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়।"

বর্তমান বাংলাদেশেও ভবানীনাথের রামায়ণের বহু খণ্ডিত পুথি সংরক্ষিত রয়েছে, সুতরাং সমগ্র অবিভক্ত বঙ্গদেশ জুড়ে যে কবির এত জনপ্রিয়তা নেই কবির 'রামায়ণ' পুথির গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

রামায়ণকে আমাদের চিন্তন ও মনন থেকে কোনোভাবেই পৃথক করা সম্ভব নয়। কি নেই তাতে। সমগ্র মানব জীবনকথা, এক একজন ব্যক্তি বিশেষের স্বতন্ত্র পরিচয়, মানুষের মনের আঁতের কথা পর্যন্ত রামায়ণ থেকে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই কোন সুদূর অতীতে বাল্মীকি রামকথাকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন, কিন্তু আজও যার আবহ কেটে যায়নি; বরঞ্চ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তারপর সেই কাহিনি যুগান্তরকাল ধরে এক মহান আদর্শের প্রতীক হয়ে সমাজকে পরিচালিত করছে। ভবানীনাথের 'রামায়ণ' এর ক্ষেত্রে একথা সর্বাংশে সত্য। এই কবি পূর্বসুরীদের

দ্বারা খানিকটা প্রভাবিত হয়েছেন ঠিকই; কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রনামগত সাদৃশ্য ছাড়া আর কোনো দিকে ভবানীনাথ প্রভাবিত হন নি। তিনি প্রকৃতই রামলীলার নবনির্মাতা।

প্রকৃতপক্ষে ভবানীনাথ সম্পূর্ণ স্বকীয়তায় তাঁর রামায়ণ রচনা করেছেন। কিন্ত তবুও যেখানে যুগলক্ষণকে কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করা চলে না। সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েই অনেক সময় সমাজ-ইতিহাসের স্বরূপ অনুসন্ধান করতে হয়। সমাজকে বাদ দিয়ে লেখক কিভাবে তাঁর সাহিত্য রচনা করবেন? যদিও সাহিত্য হলো লেখকের কল্পনা শক্তি এবং স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয় ভাবনার প্রকাশ। তবুও সেখান থেকে সমাজ-ইতিহাসের পরিচয় পাঠক খুজে বের করেন। আর এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাহিত্য থেকে সমকালীন সমাজকে জানা যায়। ভবানীনাথের 'রামায়ণ' পুথি থেকেও কবির সময়কালের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারনা করা যায়।

ভবানীনাথ যে সমাজে বসে লিখেছেন সেই সমাজ ছিল অরাজকতায় পূর্ণ। যুদ্ধ-বিগ্রহ, অশান্তি, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, তার ফলশ্রুতিতে শঙ্কিত মানবজীবন এই ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক বাতাবরণ। এই পরিবেশে ভবানীনাথ তাঁর রচনার মাধ্যমে যুগজীবনচিত্রকেই যেন ভাষারূপ দিয়েছেন। দেশ জয় ও নিজ আধিপত্য বিস্তার তখনকার সময়ে সমাজপতিদের মধ্যে ছিল বিলাসিতা। ফলে রাজ্যজয়ের মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্যকেই পরিবেশন করেছেন কাব্যমাধুর্য্যগুণে।

কৃত্তিবাস যেভাবে তাঁর রামকথা নির্মাণ করেছেন তা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্রভাবে ভবানীনাথ তাঁর 'রামায়ণ' রচনা করেছেন। কৃত্তিবাসের কাহিনিতে সবগুলো চরিত্রই আমাদের চিরপরিচিত বাঙালি ঘরের মানুষ। ঘটনা পরম্পরাগত চরিত্রগুলির মুখের কথা, তাদের আবেগ, ভাব, বিবর্তন সমস্ত বাঙালি জীবনচিত্রের অনুকূল। কিন্তু ভবানীনাথ তা থেকে বহুদূরে সরে এসেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে বাঙালি জীবনের ছায়ায় ফুটিয়ে তুললেও তারা দূর্বল নন। প্রতিটি চরিত্রই যুগোপযোগী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সীতা, ঊর্মিলা, চন্দ্রকলা, হনুমন্ত প্রতিটি চরিত্রকেই কবি রক্ত-মাংসের প্রাণোত্তাপে পূর্ণ মানুষ করে তুলেছেন। বিশেষত চন্দ্রকলা চরিত্র নির্মাণে কবি নিজ প্রতিভার স্বতন্ত্রতা দেখিয়েছেন। চন্দ্রকলা লক্ষ্মণের দ্বিতীয় স্ত্রী। লক্ষ্মণ যুদ্ধ করতে বেরিয়ে তপোবনে ইন্দ্রনন্দিনী চন্দ্রকলাকে দেখে মুগ্ধ ও কামোন্মাদিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে লক্ষ্মণ চন্দ্রকলাকে বিয়ে করে যুদ্ধ শেষে অযোধ্যায় ফিরে আসেন এবং দুই স্ত্রী সহ দাম্পত্য জীবন যাপণ করেন। এই কাহিনি অন্য কোনো রামায়ণে নেই। চন্দ্রকলার উপখ্যান ভবানীনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব সৃষ্টি।

মুদ্রণোত্তর সময়কালে সমস্ত বিদ্যাচর্চা হস্তলিখিত পুথির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই তখনকার সময় জনপ্রিয় কোনো কবির রচনা বহুজন সমাদৃত হয়ে জনসংযোগ ও জনমনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে অনুকৃত হতো। যে রচনা যত বেশি আস্বাদ্য ছিল সেই রচনা তত বেশি অনুলিপিকরদের মাধ্যমে লিপিকৃত হতো। লিপিকরদের দ্বারা গুণগ্রাহী রাজা কিংবা অমাত্য বা পৃষ্ঠপোষক সেই মূল পুথির অনুলিপি করিয়ে নিতেন। ভবানীনাথের 'রামায়ণ' পুথির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। পুথির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন লিপিকরের দ্বারা জনপ্রিয়তা অনুযায়ী লিপিকৃত হয়ে অসংখ্য পালাকাব্যের উদ্ভব ঘটিয়েছে। পরিসংখ্যান অনুসারে ভবানীনাথের পুথির প্রাপ্ত সংখ্যা থেকেই রামায়ণ সাহিত্যের দ্বিতীয় জনপ্রিয় কবি হিসাবে তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি দেওয়া যায়।

'মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর'- রামায়ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য অবিসংবাদিত সত্য। কোনো এক কাল্পনিক কাহিনি, তার বিষয়, চরিত্র ও ঘটনার পারম্পর্যতা কিভাবে অস্থি-মজ্জায় নিষিক্ত হয়ে যেতে পারে তাঁর প্রমাণ রামায়ণ। স্থান-কাল-পাত্রের প্রেক্ষিতে রামকাহিনি যুগান্তর ধরে নবরূপ পরিগ্রহ করে চলেছে ভবানীনাথের 'রামায়ণ' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাগণ, যেমন: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, দীনেশ্চন্দ্র সেন প্রমুখরা ভবানীনাথের জনপ্রিয়তার নিঃসংশয় প্রমাণ দিয়ে গেছেন তাঁদের গ্রন্থে। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (সম্পাদনা-অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নবম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৮৬ খ্রি.) ৫০৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন 'লক্ষ্মণদিগ্বিজয়' এর কথা। সেখানে তিনি লিখেছেন:

"ভবানীদাস-বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়। ভবানীদাস জয়চন্দ্র নামক কোনো রাজার আদেশে এই পুস্তক রচনা করেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুষ্ঠিত নানা দেশবিজয়ের বৃত্তান্ত এই কাব্যে লিখিত হইয়াছে।"

এই 'লক্ষ্মণ দিগ্বিজয়' বর্তমানে প্রাপ্ত মূল পুথির তৃতীয় অধ্যায়। আবার অধ্যাপক ও বিশিষ্ট পণ্ডিত সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (আনন্দ পাবলিশার্স, নবম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ) ১০৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

" "দ্বিজ" অথবা "পণ্ডিত" ভবানীনাথের রামকথা অধ্যাত্ম-রামায়ণ অনুসরণে লেখা। ভবানীনাথ সম্ভবত ভুলুয়া (নোয়াখালির প্রত্যন্ত) রাজা জয়চন্দ্রের (নামান্তরে জগৎমাণিক্যের) সভাপণ্ডিত ("সদস্য ব্রাহ্মণ") ছিলেন। তাঁহার মুখে পুরাণ কথা শুনিয়া রাজা তাহাকে গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।"

জাতীয় জীবন ও চৈতন্যে অভিষিক্ত হয়ে রামায়ণ কাহিনির বহু ব্যাপ্তি ও নবনির্মাণ সম্বন্ধে ভবানীনাথের 'রামায়ণ' এর উল্লেখ করা যায়। রামায়ণের গভীর প্রোথিত ভাবনাকে বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোন থেকে কবিরা তুলে ধরেন। বাস্তব প্রেক্ষিত অনুযায়ী রামায়ণ কাহিনির নবনির্মিতি লক্ষণীয় ভবানীনাথের 'রামায়ণ' পুথিতে। এখানে ভবানীনাথ বাল্মীকিকে যেমন অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করেননি, তেমনি কৃত্তিবাসকেও নয়। নতুন দৃষ্টিকোন থেকে এই জনপ্রিয় কবি তাঁর রামায়ণ পালাকাব্য রচনা করেছেন সম্পূর্ণ স্বকীয়তায়।

রামায়ণ কেন্দ্রিক নানা বিশ্লেষণ, দীর্ঘদিনের লালিত ধারণা, গোটা বিশ্বে রামায়ণের জনপ্রিয়তা বর্তমানেও অক্ষুন্ন রয়েছে। ভবানীনাথের 'রামায়ণ' পুথির জনপ্রিয়তাও একসময় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তাঁর কাব্যের গুরুত্ব কোনো অংশেই কৃত্তিবাস থেকে হীন ছিল না। রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এই চার ভ্রাতার দিগ্বিজয় মূলক আলোচ্য কাব্যে বীররসের প্রাবল্য অধিক। তবে দিগ্বিজয় ও যুদ্ধবিষয়ক কাহিনি এখানে মুখ্য উপকরণ হলেও বিচিত্র অবকাশে গোটা কাব্যে ছড়িয়ে আছে সুখ-দুঃখ, প্রেম-মিলন-বিরহপূর্ণ অজস্র গার্হস্থ্য কাহিনি। ভবানীনাথের আলোচ্য কাব্য এই সমস্ত দিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

রামায়ণ মানেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ নয়। কৃত্তিবাস ছাড়া আরও প্রায় দু'শো জনেরও বেশি কবি রামায়ণ রচনা করেছেন। সম্পূর্ণ সাতকাণ্ড রামায়ণের কবির সংখ্যা খুব বেশি নয়। বেশির ভাগ কবিই রামায়ণ কাহিনির কোনো একটি পালা ধরে নিজের রচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কবিদের কেউ বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসকে অনুকরণ করেছেন, কেউ করেছেন অনুসরণ। কিন্তু তাদের বেশিরভাগ কবিই কৃত্তিবাসের সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। ভবানীনাথ সেই কবিদের মধ্যে অগ্রগামী হয়ে কৃত্তিবাসের পরেই নিজের লোকচিত্তরঞ্জনকারী আসনটি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

ভবানীনাথ সম্পূর্ণ সচেতন ও স্বাধীনভাবেই তাঁর 'রামায়ণ' কাব্য রচনা করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এমন চমৎকার বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, অনুসন্ধানের ক্ষেত্র রূপে এর আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র। আর ভবানীনাথের বর্তমান পুথির গুরুত্ব সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিষ্ঠিত। সাতকাণ্ডের পরিবর্তে সাতটি অধ্যায়ে তিনি তাঁর আলোচ্য পুথির কাহিনি বিন্যস্ত করেছেন। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের শেষ অংশ তথা লঙ্কাবিজয়ের পরবর্তী অংশ আলোচ্য কাব্যে রয়েছে। অযোধ্যায় ফিরে এসে রামের রাজ্যভিষেক এই অংশ ধরে ভবানীনাথ তাঁর রামায়ণ কাহিনির নব নির্মাণ করেছেন।

অযোধ্যায় পুনরায় ফিরে আসার পর রাজা হিসাবে রামের অভিষেক হবে- এই হল আলোচ্য পুথির বিষয়বস্তু।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশি শাসনে পর্যুদস্ত সমাজপ্রেক্ষিতে জাতীয় জাগরণ ঘটানোর প্রয়াস থেকেই ভবানীনাথ তাঁর বীররসাত্মক রামায়ণ কাব্য রচনা করেছেন। চৈতন্য পরবর্তী যুগের এই কবি রামায়ণের অসংখ্য কবির মধ্যে নিঃসন্দেহে বাঙালি জনসমাজচিত্তে স্থায়ী আসনের দাবীদার। রামকথার নবকাব্য নির্মাণের মাধ্যমে তিনি গোটা বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

উপনিবেশোত্তরকালের প্রবহমানতায় মানবজীবন যখন বিপর্যস্ত তখন আলোচ্য পুথির যুগ চাহিদা একান্ত কাম্য। রাম-লক্ষ্মণ এখানে দৈব অবতার নন; আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কাব্যের পৌরাণিক চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে রাষ্টনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রামায়ণের পৌরাণিক অঙ্গন ছাড়িয়ে প্রতিটি চরিত্র স্বমহিমায় ভাস্বর। শুধু তাই নয় প্রত্যেকে একান্ত বাস্তব যুগ প্রভাবিত হয়ে উঠেছেন গ্রন্থকারের সৃষ্টি কুশলতায়। সুতরাং এখানেও ভবানীনাথ আপন প্রতিভায় উজ্জ্বল।

বাঙালিকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যেই ভবানীনাথ রামচন্দ্রের অভিষেকের কাহিনি নিয়ে যুগোপযোগী বীররসাত্মক কাব্য রচনা করেছেন। এখনো পর্যন্ত কৃত্তিবাসের পরে ভবানীনাথের যত পালাধর্মী পুথির সন্ধান মিলেছে আর কোনো রামায়ণ অনুবাদকের তত পুথি পাওয়া যায়নি। বীররসের পাশাপাশি কবি নিখুঁত ভাবে সমকালীন মানবজীবনধারাকে দেখিয়েছেন। তিনি রসোপযুক্ত করে সাহিত্য উপাদানে সমৃদ্ধ করে পরিবেশিত করেছেন নিজের রচনাকে। সুতরাং রামায়ণ পালাকাব্যের ধারায় দ্বিতীয় জনপ্রিয় কবি ভবানীনাথের কাব্যিক মর্যাদা অসামান্য প্রিতিভায় ও পাণ্ডিত্যে প্রিতিষ্ঠিত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. স্ব- সংগৃহীত ভবানীনাথের ‘রামায়ণ’ পুথি

২. দীনেশ চন্দ্র সেন, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা- অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নবম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৮৬ খ্রি.

৩. ভূদেব চৌধুরী, ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা’, প্রথম পর্যায়, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনমুদ্রণ-২০০৯ খ্রি.

৪. সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

৫. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, নবম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

৬. সুখময় মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদিত) রামায়ণ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত, ভারবী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯১ খ্রি.

৭. সুখময় মখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, পুনমুর্দ্রণ,জানুয়ারি ২০০৬ খ্রি.

৮.সুখময় মখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.

৯. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (সম্পাদিত) রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২ খ্রি.

১০. হরিনারায়ণ দত্তবরুয়া, (সম্পাদিত) সপ্তকাণ্ড কন্দলি রামায়ণ, গুয়াহাটি, আসাম, দ্বাদশ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.